আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

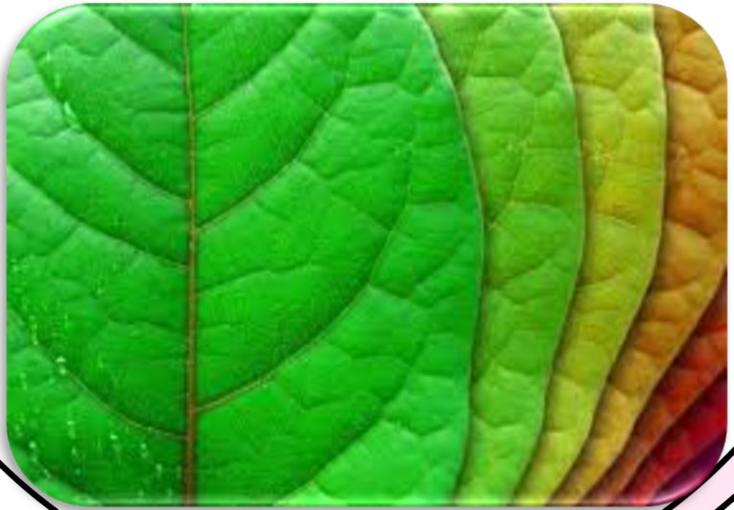

নবী কাহিনীঃ ২য়

হযরত শীথ (আঃ)

Sisters'Forum In Islam.com

নবী কাহিনীঃ ৩য়

হযরত ইদরিস আ

ইসলামী ইতিহাস দুই ভাগঃ

১। শেষ রাসুল সা থেকে এখন পর্যন্ত (এই ইতিহাস আহলে কিতাব থেকে নেয়া যাবে না।)

২। রাসূল সা এর আগের ইতিহাস:

Sisters'Forum In Islam.com

* কুর'আন সুন্নাহর আলোকে
*(ইসরাইলী রেওয়াত থেকে গ্রহন করা তবে শর্ত ৩টি)

ইসলামিক শরীয়া যা ইসলাম বাতিল বলেছে

যা কুর'আনের সাথে মিলে তা গ্রহন

যা শরীয়া বাতিল বলেনি এবং কুর'আনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন খবর জানা যায় নি, এইক্ষেত্রে জানা যায় তবে বলা যে আল্লাহই ভালো জানেন।

আল কুর'আনে যদিও শীথ আ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না, তবে হাদীসের বানীতে জানা যায়।
শীথ (আঃ) যার নামের অর্থই হলো উপহার বা পুরস্কার । শীথ (আঃ) জীবন সম্পর্কে বেশিরভাগ তথ্য আমরা পাই সাহাবী, ইসলামিক ঐতিহাসিক দের বক্তব্য থেকে । শিস ((שֵׁת শব্দটি মূলত হিব্রু। এর ইংরেজি রূপ **Seth, Sheth** এবং আরবী রূপ ((شيث অর্থ "আল্লাহর দান"। হযরত আদম (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হাবিলের মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পাঁচ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য হযরত আদম (আ.) তাকে আল্লাহর দানরূপে গণ্য করে এই নামকরণ করেন।ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খন্ড, ৯৮)।
তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।
ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন আবু উদাল আল হিফারি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু একবার নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন । আল্লাহ সর্ব মোট কতগুলো কিতাব নাযিল করেছেন । নবীজী সাঃ বললেন তিনি সর্বমোট ১০০ টি সহিফা ও ৪ টি কিতাব নাযিল করেছেন । তার মধ্যে ৫০ টি সহিফাই নাযিল হয়েছিল হযরত শীথ (আঃ) এর কাছে ।

মানুষের মাঝে প্রথম মিউজিক বা বাদ্যযন্ত্রের শুরু বা প্রবেশ

আদম (আঃ) মৃত্যুবরণ করার পর শীথ (আঃ) নেতৃত্ব গ্রহন করলেন ।

অন্যদিকে পাহাড়ের নিচের অঞ্চলে কাবিল ও তার পরিবার তাদের মত করে সমাজ গঠন করল এবং জীবন যাপন করতে লাগলো । কাবিলের বংশধরেরা তাদের সমাজে নানা ধরনের অন্যায় অবিচার ছড়াতে লাগলো ।

শীথ (আঃ) এর সমাজের লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে লাগলো ।

শীথ (আঃ) এর সমাজের মানুষদের মধ্যে পুরুষদের সৌন্দর্য ছিল বেশি এবং নারীদের সৌন্দর্য ছিল কম ।

আর অন্যদিকে কাবিলের সমাজে ঠিক তার উল্টোটা ছিল তার সমাজে ছিল নারীদের সৌন্দর্য বেশি এবং পুরুষদের সৌন্দর্য কম । এমন এক সময় ইবলিশ একটি তরুণের বেশ ধরে কাবিলের সমাজে বাস করতে লাগল । এবং একজন ধাতু কর্মীর সাথে কাজ করতে লাগল এবং সেইখানে কাজ করতে করতে ইবলিশ এমন একটি যন্ত্র তৈরি করল যা মানব সমাজ তখনও পর্যন্ত কখনো দেখেনি এবং তার ছিল একটি বাঁশি ।

এবং সে সেই বাঁশি বাজাতে শুরু করল এবং তা থেকে এমন একটি ধ্বনি বের হতে লাগল যা মানুষ কখনো শোনেনি এবং সেই ধ্বনি আশেপাশের মানুষকে বিমোহিত করল এবং তারা সিদ্ধান্ত নিল এবং সপ্তাহের একদিন নির্ধারণ করলো ইবলিশের শব্দ একত্রিত হয়ে উপভোগ করার জন্য । ভেবে দেখুন মানবসমাজের সেই শুরু থেকে প্রচলিত প্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে । বিশ্বের যেকোন প্রান্তে বিশেষ করে অমুসলিম সমাজে অহরহ মানুষ ক্লাবে গিয়ে থাকে এবং সেখানে এমন সব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় যা মানুষকে একটি মোহের মধ্যে ফেলে দেয় এবং সেখানে খুব সহজভাবে যিনায় লিপ্ত হতে পারে তার জন্য সব ধরনের সরঞ্জাম আগে থেকেই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । কাবিলের সমাজের সেই সাপ্তাহিক আয়োজন এর শব্দ শীথ (আঃ) এর সমাজের কিছু মানুষদের মধ্যে পৌঁছায় । এবং তারা একে অপরকে প্রশ্ন করে তারা কি করছে এসব কেমন শব্দ ।

শীথ (আঃ) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন আল্লাহ আমাদেরকে তাদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন অতএব আমাদের তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে । এবং তারা এসে তওবা করার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের কোন ধরনের মেলামেশা হবে না ।

কিন্তু শীথ (আঃ) তাদেরকে বারণ করা সত্ত্বেও সমাজের কিছু মানুষের মনে করলো তারা তো আমাদেরই আত্মীয় তারা তো আমাদের শত্রু নয় । এবং কিছু লোক পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসে সেই গান বাজনার আয়োজন দেখতে লাগল এবং সেই গান তাদেরকে আকৃষ্ট করল এবং সেই সমাজের নারীরা তাদের কে আকৃষ্ট করল । তাদের নিজেদের সমাজে তারা এত রূপবতী নারী কখনো দেখেনি । এবং কাবিলের সমাজের নারীরা ও নতুন এই পুরুষদের দেখে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলো তারাও কখনো এমন সুন্দর পুরুষ দেখেনি । তারা তখন একটু একটু করে সেজেগুজে বের হতে লাগলো এবং বেশি বেশি করে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে লাগল । এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লা আনহুর মতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাব এ সৌন্দর্য প্রদর্শন কথাটির মাধ্যমে এই কথাটি বুঝিয়েছেন এবং স্কলারদের মতে সেই প্রথম মানুষ তার জীবন সঙ্গী ব্যতীত অন্য কারো জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য সেজেগুজে বের হলো ।

এবং এরপর তাই ঘটল যা হওয়া অনিবার্য ছিল । মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত যিনা আরম্ভ হল । মানুষ একে অপরের সাথে যিনা করতে লাগলো এবং দুই সমাজেই পাপ ও অনাচার বাড়তে লাগলো । একই সময় ইবলীস কাবিলের কাছে গেল এবং গিয়ে তার মনে উস্কানি দিতে লাগলো এবং সে তাকে বলল- আল্লাহ তোমার ভাই হাবিল এর কুরবানী কবুল করলেন কিন্তু তোমার কুরবানী কবুল করলেন না কেন তা কি তুমি জানো । যখন হাবিলের কুরবানি কবুল হল তখন আল্লাহর কাছ থেকে একটি আগুন এসে তার কুরবানী পরিয়ে দিলো এবং এটাই ছিল তখন আল্লাহর কাছ থেকে কোরবানি কবুলের নিদর্শন । কিন্তু ইবলিশ কাবিল কে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলল হাবিলের কুরবানী কবুল হয়েছিল কারণ হাবিলের ছিল আগুনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । সে আগুনকে অনেক শ্রদ্ধা করত তাই আগুন পুড়িয়ে দিয়েছিল । কাবিল হয়তো মনের গভীরে জানত এই কথাগুলোর কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু মানুষ মাত্রই নিজের ভুল ত্রুটি মেনে নেয়ার চেয়ে অন্যের ভুল ছিল, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বা পরিস্থিতি তার অনুকূলে ছিল না সেই কথাগুলোই বেশি বিশ্বাস করে ।

ইবলিশ মানুষের এই প্রভৃতি জেনে কাবিল কে এই দিক থেকে বিভ্রান্ত করতে লাগে । ইবলিশ তাকে প্রথমে নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে এরপর তাকে আল্লাহর ক্ষমা থেকে হতাশ করেছে এবং এরপর তার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তার মনের ভিতর একটু একটু করে শিরক এর বিষ ঢুকিয়ে দিতে লাগলো । কাবিল আগুনকে একটি পবিত্র বস্তু হিসেবে দেখতে লাগলো এবং একে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে লাগলো ।

কাবিল এর সমাজ বড় হতে লাগল এবং সেইখানে অন্যায়-অনাচার বৃদ্ধি পেতে লাগল ।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনামতে কাবিলের ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছেই আল্লাহতালা নুহ (আঃ) কে পাঠান । কাবিলের বংশধরের প্রত্যেকেই নুহ (আঃ) এর সময় এর বন্যায় ডুবে মারা যায় । কেননা নুহ (আঃ) এর সাথে যারা তার জাহাজের উঠেছিল তারা সবই শীথ (আঃ) এর বংশধরেরা। হযরত শীথ (আঃ) আদম (আঃ)-এর তৃতীয় পুত্র সন্তান। হাবীলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা শীথ (আঃ)-কে (যমজের বদলে) একক সন্তান হিসাবে দান করেন। সেজন্য তার নাম রাখা হয় শীথ। অর্থ আল্লাহর দান। তাঁর বংশধারায় আজকের পৃথিবীর সকল মানুষ বলে একদল বিদ্বান মত পোষণ করেন (ইবনু কাছীর, আল-বেদায়াহ ১/১০৯; ইবনুল আছীর, আল কামেল ফীত তারীখ ১/১৭)। শেষ জীবনে শীথ (আঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে পুত্র আনূশকে ডেকে তিনি অছিয়ত করেন। অতঃপর মক্কাতেই ৯১২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আবু কুবায়েস পাহাড়ের গুহায় স্বীয় পিতা-মাতার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয় (ইবনুল আছীর, আল কামেল ফিত-তারীখ ১/১৭)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ
"আমি 'বাদ্য-যন্ত্র' ও 'মুর্তি' ধ্বংস করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।"
***আহমদ ও আবু দাঊদ।

নীচে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা চালাই গান ও বাজনা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'আর এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ। এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। অন্যথা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা বেঁচে থাকতে পার' (আন'আম ৬/১৫৩)।

وَ اسۡتَفۡزِزۡ مَنِ اسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُمۡ بِصَوۡتِکَ وَ اَجۡلِبۡ عَلَیۡهِمۡ بِخَیۡلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شَارِکۡهُمۡ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ وَ عِدۡهُمۡ ؕ وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیۡطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا ১৭:৬৪

আর তোর কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারিস পদস্খলিত করা, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না। সূরা ইসরাঃ ৬৪

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡتَرِیۡ لَهۡوَ الۡحَدِیۡثِ لِیُضِلَّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ٭ۖ وَّ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ۶ ৩১:৬

আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আসার বাক্য কিনে নেয় জ্ঞান ছাড়াই এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। সূরা লুকমানঃ ৬

(1) (لَهْوَ الْحَدِيْثِ বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لَهْوَ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لَهْوَবলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لَهْوَবলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়।

(2) উক্ত আয়াত-এ বর্ণিত 'লাহওয়াল হাদীছ'-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ এর অর্থ- সঙ্গীত বা গান-বাজনা। বেশীর ভাগ তাফসীরকারকগণ লাহওয়াল হাদিস বলতে গানকে বুঝিয়েছেন। উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে বলা হয়েছে যে, নযর ইবনে হারিস বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী খরিদ করে এনে তাকে গান-বাজনায় নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনানোর জন্য সে গায়িকাকে আদেশ করত এবং বলত মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায রোযা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে শুধু কষ্টই কষ্ট। তার চেয়ে বরং গান শোন এবং জীবনকে উপভোগ কর।-মাআরিফুল কুরআন

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই (لَهْوَ الْحَدِيْثِ)। ইমাম বুখারী তার কিতাবে (لَهْوَ الْحَدِيْثِ)এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُه অর্থাৎ, (لَهْوَ الْحَدِيْثِ) বলে গান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে উক্ত আয়াতের ‘লাহওয়াল হাদীস’-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘তা হল গান।’

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একই কথা বলেন।

তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে যুবাইর থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রাহ. বলেন, উক্ত আয়াত গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যা বান্দাকে কুরআন থেকে গাফেল করে দেয়।-তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৪১

কুরআন মজীদের অন্য আয়াতে আছে, ইবলিস- আদম সন্তানকে ধোঁকা দেওয়ার আরজী পেশ করলে আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে বললেন,

তোর আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস পদস্খলিত কর। সূরা ইসরা : ৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তাই ইবলিসের আওয়াজ। বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, ইবলিসের আওয়াজ বলতে এখানে গান ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেসব বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তার মধ্যে গান-বাদ্যই সেরা। এজন্যই একে ইবলিসের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৯

গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় কর না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখ, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।-জামে তিরমিযী : ১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস : ২১৬৮

আবু বকর রা. গানবাদ্যকে শয়তানের বাঁশি বলে আখ্যায়িত করেছেন। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার চেয়েও এটা ভয়ঙ্কর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন।-সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২০; সহীহ ইবনে হিব্বান : ৬৭৫৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৩; তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২

গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। তিনি বলেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা জিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।”

(বুখারি হা/৫৫৯০-আবু মালেক আল আশআরী রা. হতে বর্ণিত)।

মুসনাদে আহমদের হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
আল্লাহ তাআলা আমাকে মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা বিলোপসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।
বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত নাফে' রাহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার চলার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে'! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন। -মুসনাদে আহমদ হাদীস : ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ: ৪৯২৪ বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. থেকেও এমন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজাহ : ১৯০১
নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট বাজনাদার নুপুর পরে কোনো বালিকা আসলে আয়েশা রা. বললেন, খবরদার, তা কেটে না ফেলা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
যে ঘরে ঘণ্টি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।-সুনানে আবু দাউদ: ৪২৩১; সুনানে নাসাঈ : ৫২৩৭
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘণ্টি, বাজা, ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।-সহীহ মুসলিম: ২১১৪

তিনি আরও বলেন, এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং উপর থেকে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করার শাস্তি আসবে। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কখন এরূপ হবে?
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন ব্যাপক হারে গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদ্যপানের প্রসার ঘটবে। [তিরমিযী, অধ্যায়: আবওয়াবুল ফিতান। সহীহুল জামে আস্ সাগীর, হাদিস নং- ৪১১৯।
আবু মালিক আশ'আরী (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকুরে পরিণত করবেন (বুখারী ইবনে মাজাহ হা/৪০২০)।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলীমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলীমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদীসে রয়েছে।-জামে তিরমিযী হাদীস : ১০৮৯; সহীহ বুখারী হাদীস : ৫১৪৭, ৫১৬২ মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হল বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়।-ফাতহুল বারী ৯/২২৬

দফ-এর পরিচয়

যারা সরাসরি আরবে দফ দেখেছেন, তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, দফ-এর এক পাশ খোলা। বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয়। প্লাস্টিকের গামলা বাজালে যেমন আওয়াজ হবে তেমন। আসলে দফ কোনো বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না।

আওনুল বারী গ্রন্থে দফ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে যে, এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। কোনো দফ-এর আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে।-আওনুল বারী ২/৩৫৭ আর দফ-এর মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে যাবে তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে।-মিরকাত ৬/২১০

রাসূল(সা.) -এর দাস ছাওবান (রা.) বলেন, নবী করীম(সা.) বলেছেন, আমি সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে নেতা ও এক শ্রেণীর আলেম সমাজ। অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে। আর অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মহান আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ (ক্বিয়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না (ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫২, হাদীছ ছহীহ)।

সাহাবী বারাহ ইবনে সালেক (রা:) এর. কন্ঠস্বর ছিল মধুর। কোন কোন সফরে রাসূলের (সাঃ) সাথে চলার সময় ধর্মীয় গান গাইতেন। একদা যখন তিনি গান গাচ্ছিলেন, আর মহিলারা নিকটে এসে পড়ল, তখন রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন:মেয়েদের থেকে সাবধান! ফলে তিনি নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন। তার স্বর মেয়েরা শ্রবণ করুক তা রাসূল (সাঃ) পছন্দ করেন নি। (হাকেম)।

যে সমস্ত গান শ্রবণ করা জায়েয

ঈদের গান শ্রবণ করা: এ হাদীসটি আয়েশা রা. হতে বর্ণিত:

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدَفَّيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ) فَانْتَهَرَهُمَا ابُوْبَكرٍ فَقَالَ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَانَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَإِنَّ عِيْدَنَا هَذا الْيَوْم (رواه البخاري)

অর্থঃ একদা রাসূল সা. তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তার ঘরে দুই বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে গান করছিল। আবু বকর (রাঃ) তাদের ধমক দেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন: তাদের গাইতে দাও। কারণ প্রত্যেক জাতিরই ঈদের দিন আছে। আর আমাদের ঈদ হল আজকের দিন। (বুখারী)

দফ বাজিয়ে বিয়ে প্রচারের জন্য গান গাওয়া আর তাতে মানুষদের উদ্বুদ্ধ করা। রাসূল সা. বলেছেন:

فَصْلُ ما بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَمِ ضَرْبُ الدَّفِ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه أحمد)

অর্থাৎ হারাম ও হলালের মধ্যে পার্থক্য হল দফের বাজনা। এই শব্দে বুঝা যায় যে, সেখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (আহমাদ)

কাজ করার সময় ইসলামী গান শ্রবণ করা, যাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ঐ গানে যদি দুয়া থাকে। এমনকি রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) নামক সাহবীর কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর সাথীদেরকে খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এই বলে যে, হে আল্লাহ কোনই জীবন নেই আখেরাতের জীবন ব্যতীত। তাই আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করনি। তখন আনছার ও মুহাজিনগণ উত্তর দিলেন: আমরাই হচ্ছি ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা রাসূলের নিকট বাইআত করেছি জিহাদির জন্য যতদিনই আমরা জীবিত থাকিনা কেন।

আর রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে যখন খন্দক (গর্ত) খনন করছিলেন, তখন ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন : আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ না থাকতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর সিয়ামও পালন করতাম না, আর সালাতও আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর সাকিনা (শান্তি) নাযিল করুন। আর যখন শত্রুদের মুকাবিলা করব তখন আমাদের মজবুত রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, আর যদি তারা কোন ফিৎনা সৃষ্টি করে, তবে আমরা তা ঠেকাবই। বারে বারে আবাইনা শব্দটি তারা উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করছিলেন।

ঐ সমস্ত গান, যাতে আল্লাহর তাওহীদের কথা আছে অথবা রাসূলের (সাঃ) মহব্বত ও তার শামায়েল আছে অথবা যাতে জিহাদে উৎসাহিত করা হয় তাতে দৃঢ় থাকতে অথবা চরিত্রকে দৃঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অথবা এমন দাওয়াত দেয়া হয় যাতে মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি মহব্বত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অথবা যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অথবা এই জাতীয় অন্যান্য কথা যা সমাজকে উপকুত করে দ্বীনি আমলের দিকে কিংবা চরিত্র গঠনের জন্য।

৫৩:৫৭ اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُ
৫৩:৫৮ لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ
৫৩:৫৯ اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِيۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ
৫৩:৬০ وَ تَضۡحَكُوۡنَ وَ لَا تَبۡكُوۡنَ
৫৩:৬১ وَ اَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ

৫৭. কিয়ামত আসন্ন
৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা প্বকাশ করতে সক্ষম নয়।
৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ!
৬০. আর হাসি-ঠাট্টা করছ! এবং কাঁদছ না!
৬১. আর তোমরা উদাসীন

সূরা নাজমঃ ৫৭-৬১

হযরত কাতাদা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি হযরত ইকরামা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাছ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে রেওয়ায়েত করেন, মহান আল্লাহ পাক উনার কালাম سامدون 'সামিদুন' (সামুদ ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে)। এর অর্থ সঙ্গীত বা গান-বাজনা, যখন কাফিরেরা কুরআন শরীফ শ্রবণ করত, সঙ্গীত বা গান-বাজনা করত ও ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হত, এটা ইয়ামেনবাসীদের ভাষা।"

প্রশ্ন: মিউজিকাল নাশিদ ইসলামে নিষেধ। এটা অনেক আলেমই বলেছেন। আলহামদু লিল্লাহ আমি তা মানি। কিন্তু যারা মিউজিকসহ নাশিদ করে তাদের চ্যানেলে আলাদা করে ভোকাল ভার্সন পাওয়া যায়। [যেমন: Maher Zain, Sami Yusuf, Iqbal Hossain Jibon etc.] প্রশ্ন হল, তাদের এই ভোকাল ভার্সন অডিও শোনা যাবে কি?

উত্তর:

আমি মনে করি, যে সকল তথাকথিত ইসলামি শিল্পীরা মিউজিক সহ আবার মিউজিক ছাড়া সঙ্গীত/নাশিদ রিলিজ করে তাদেরকেই বর্জন করা উচিৎ। কারণ প্রকৃতপক্ষে এদের নিকট মিউজিক হালাল। তাই তো তারা যে সঙ্গীত মিউজিক সহ রিলিজ করে সেটাই আবার মিউজিক ছাড়া (শুধু ভোকাল) রিলিজ করে! উদ্দশ্য হল, যারা মিউজিক শুনতে চায় না তাদেরকেও যেন ধরে রাখা যায়। কোন মানুষই যেন তাদের ভিডিও দেখা থেকে বাদ না যায়!

এতে একদিকে তাদের জনপ্রিয়তা ঠিক থাকল অন্য দিকে যার মিউজিক শোনে এবং যারা শোনেনা উভয় প্রকার দর্শকদের এর মাধ্যমে ইউটিউব চ্যানেল থেকে অর্থ উপার্জিত হল। বড়ই ধান্ধাবাজি কার্যক্রম! আল্লাহ ক্ষমা করুন। আমিন।

আল্লাহু আলাম

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব

গান বাজনার ক্ষতিকর দিকসমূহ

ইবনে মাসউদ রা. বলেন: গান অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে, যেমন ভাবে পানি ঘাস সৃষ্টি করে। যিকর অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে। (সনদটি সহীহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. এ সম্বন্ধে বলেন: বাজনা হচ্ছে নফসের মদ স্বরুপ।মদ যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে। যখন গান বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শিরকে পতিত হয়। আর তখন তারা ফাহেশা কাজ ও জুলুম করতে উদ্যত হয়। তারা শিরক করতে থাকে এবং যাদের কতল করা নিষেধ তাদেরকেও কতল করতে থাকে। যেনা করতে থাকে। যারা গান বাজনা করে তাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই এই তিনটি দোষ দেখা যায়। তাদের বেশীর ভাগই মুখ দিয়ে শিস দেয় ও হাততালি দেয়।[মাজমু’ আল-ফাতওয়া ১০/৪১৭]

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
بسم الله الرحمن الرحيم
Sisters’Forum In Islam.com
নবী কাহিনীঃ ৩য়
হযরত ইদরিস আ

হযরত ইদরিস আ

ইদরীস (আঃ)-এর পরিচয়:

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের নবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ছাহাবীর মতে তিনি নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন। তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২।

ইদ্রিস (আরবি: (إدريسযিনি মুসলমানদের নিকট হযরত ইদ্রিস (আঃ) নামে পরিচিত, ইসলামী ইতিহাস অনুসারে মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত তৃতীয় নবী। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ইসলামের প্রথম নবী আদমের পর স্রষ্টার নিকট হতে নবীত্ব লাভ করেন। তার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি ইরাকের বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কারো মতে তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, বাইবেলে উল্লেখিত হনোক (**Enoch**) ব্যক্তিটি তিনিই।হযরত আদম আলাই সালাম এর পরের তৃতীয় নবী হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম। উইকিপিডিয়া

৭তম বংশ, আদম আ যখন ৮৫০ বছর তখন জন্ম হয় ইদরিস আ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত)

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً-

'তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'। 'আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম' (মারিয়াম:৫৬-৫৭)।

হযরত ইদরিস আ

সূরা মারিয়ামে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, হারূণ, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইদরীস (আঃ)-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন,

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوْا سُجَّداً وَبُكِيّاً-

‘এঁরাই হ’লেন সেই সকল নবী, যাদেরকে নবীগণের মধ্য হ’তে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য) মনোনীত করেছি তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা হ’ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত’ (মারিয়াম:৫৮)।

অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস হযরত আদম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন। নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হ’লেন নূহের বংশধর। কুরতুবী

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস, কা‘ব আল-আহবার, সুদ্দী প্রমুখের বরাতে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাত দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে আসমানে উত্থান ও ৪র্থ আসমানে মালাকুল মঊত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বর্ণনা তাফসীরের কিতাব সমূহে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলিয়াত মাত্র। কুরতুবী,

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে সূরা মারিয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ اِدۡرِیۡسَ وَ ذَاالۡکِفۡلِ ؕ کُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیۡنَ ২১:৮৫

وَ اَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِیۡ رَحۡمَتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ২১:৮৬

আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরিস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিল।এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সৎকর্মশীল। সূরা আম্বিয়াঃ ৮৫-৮৬

কুরতুবী বলেন, ইদরীস (আঃ)-এর নাম 'আখনূখ' ছিল এবং তিনি হযরত নূহ (আঃ)-এর পরদাদা ছিলেন বলে বংশবিশারদগণ যে কথা বলেছেন, তা ধারণা মাত্র। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের যে দীর্ঘ বংশধারা সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সে সবের কোন সঠিক ভিত্তি নেই। এসবের প্রকৃত ইল্ম কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটে রয়েছে। ইদরীস (আঃ)-কে ৩০টি ছহীফা প্রদান করা হয়েছিল বলে হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে ইবনু হিববানে (নং ৩৬১) যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ। উল্লেখ্য যে, এখানে আদম, নূহ ও ইবরাহীমকে 'পিতা' হিসাবে খাছ করার কারণ এই যে, আদম হলেন মানবজাতির আদি পিতা। নূহ হলেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা এবং ইবরাহীম হলেন তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা 'আবুল আম্বিয়া'।

কুরতুবী বলেন, তিনি যে নূহের পূর্বেকার নবী ছিলেন না, তার বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, মি'রাজে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ১ম আসমানে আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি রাসূলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, ' مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح নেককার সন্তান ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'। অতঃপর ৪র্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি রাসূলকে বলেন, ' مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح নেককার ভাই ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ'। মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।

ক্বাযী আয়ায বলেন, যদি ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী হতেন, তাহলে তিনি শেষনবী (সা)-কে 'নেককার ভাই' না বলে 'নেককার সন্তান' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম বলেছিলেন। তিনি বলেন, নূহ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। যেমন শেষনবী ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল। আর ইদরীস (আঃ) ছিলেন স্বীয় কওমের প্রতি প্রেরিত নবী। যেমন ছিলেন হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবী'।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হ'লেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জেযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংক বিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহর ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসাবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। কুরতুবী, মারিয়াম ৫৬; তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৮৩৮।

হাদীস শরীফেও ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর জন্ম, বংশ, পরিচয়, কর্মস্থল, ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই ইসরাঈলীয় বর্ণনা বা গল্পকারদের বানোয়াট কাহিনী। বিশেষ করে আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, চার জন নবী চিরজীবী: খিযির ও ইলিয়াস (আঃ) পৃথিবীতে এবং ইদরীস ও ঈসা (আঃ) আসমানে। প্রচলিত আছে যে, ইদরীস (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরের ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানে জীবিত আছেন অথবা সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এরপর আবার জীবিত হন....। এ সবই ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত। ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্য কোনো নবীর জীবিত থাকা, জীবিত অবস্থায় আসমানে গমন ইত্যাদি কোনো কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

আল্লাহ তাঁকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছেন অর্থ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যে মর্যাদার একটি বিশেষ দিক হলো আল্লাহ ইন্তেকালের পরে তাঁকে অন্য কয়েকজন মহান নবী-রাসূলের সাথে রূহানীভাবে আসমানে স্থান দান করেছেন। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ আসমানে ৮ জন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন। ১ম আসমানে আদম, ২য় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, ৩য় আসমানে ইউসূফ, ৪র্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূন, ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা ও ৭ম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। বুখারী, আস-সহীহ ১/১৩৬, ৩/১১৭৩, ১২১৬-১২১৭, ১৪১০-১৪১১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৪৮-১৫০।

শুধু ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য সকল নবীকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে।

جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا
Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com